১৯দিনব্যাপী চুনতি সীরতুন্নবী (সা) মাহফিল
নবীজির প্রেমের অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

ঐতিহ্যবাহী ১৯দিনব্যাপী চুনতি সীরতুন্নবী মাহফিল অর্ধ শতাব্দি পার হয়ে এসেছে। প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১১ থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত একটানা এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ চট্টগ্রমের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি গ্রামে। এ উপলক্ষে চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন বিশাল সীরাত ময়দান নবী করিম (সা) এর আশেকান মুমিন মুসলমানদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ধর্মীয় অঙ্গনে যখন চরম হতাশা বিরাজ করছিল তখন একজন মজযুব ওলীর উদ্যোগে এই মাহফিলের সূচনা হয়। প্রথমে (১৯৭২) ১দিন ব্যাপী, তারপর ৩দিন, ৫দিন, ৭দিন, ১০ দিন, ১২ দিন, ১৫দিন ও সর্বশেষ ১৯ দিনে এই মাহফিলের কর্মসূচি স্থির হয়। বায়তুল মুকাররমের খতিব মরহুম মওলানা উবায়দুল হক, খতিবে আজম মওলানা সিদ্দিক আহমদ, প্রখ্যাত চিন্তানায়ক মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, চট্টগ্রাম আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মরহুম মওলানা জালাল উদ্দিন আল কাদেরীসহ বিভিন্ন ঘরাণার প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন বিভিন্ন সময়ে বক্তা হিসেবে এ মাহফিলে অংশ নেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, সৈয়দ আলী আহসানের মতো রাষ্ট্রপ্রধান থেকে নিয়ে মন্ত্রীবর্গ, চিন্তাবিদ ও দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্বগণও এ মাহফিলে যোগদান করেন। এখনো রাজনৈতিক দল ও মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও নেতৃস্থানীয় লোকেরা সীরাত মাহফিলের মঞ্চে যেভাবে একাত্ম একাকার হয়ে যায়, তার দৃশ্য বড়ই মধুর।

রহমতের নবী আল্লাহর পেয়ারা হাবিব নবী করিম (সা) এর এই ধুলির ধরায় আগমনের সারণি হিসেবে রবিউল আউয়াল মাসে পবিত্র মীলাদুন্নবী বা ইয়ামুন্নবী উদযাপনের রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। এসব মাহফিল প্রধানত নবী করিম (সা) এর জন্মকালীন কিছু অলোকিক ঘটনা, হযরতের মুজিযার বর্ণনা ও দরূদ পাঠ, কিয়াম ও সালাম নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু চুনতির সীরাতুন্নবী মাহফিলে আলোচ্য বিষয় এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়, যার ফলে নবীজির সমগ্র জীবনের একটি তথ্যচিত্র, সমাজ ও যুগের চাহিদার আলোকে নবী জীবনের আদর্শ ও ইসলামের পুরো ইতিহাস আলোচনায় এসে যায়। এই মাহফিলের বক্তাদেরকে অন্তত কয়েক মাস আগে থেকে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর পড়াশোনা করে নোট তৈরি করতে হয়। সীরাতুন্নবী মাহফিলের এই ব্যতিক্রম ধারাটি নিশ্চিতভাবেই পবিত্র মীলাদুন্নবী (সা) বা সীরাতুন্নবী (সা) উদযাপনের ক্ষেত্রে জাতির সামনে একটি দিক নির্দেশনা।

মাহফিল প্রতিদিন বাদ জোহর থেকে শুরু হয়ে বাদ এশা পর্যন্ত কয়েকটি অধিবেশনে বিভক্ত থাকে। অধিবেশনের শুরুতে তেলাওয়াতে কুরআন ও নাতে রাসূল পাঠের রেওয়াজ কেরাত ও নাত চর্চার ক্ষেত্রে উৎসবের আমেজে নতুন প্রজন্মের প্রতিভা ঝালাই করার এক বিরাট সুযোগ। জ্ঞান সাধনায় সমৃদ্ধ ও সমাজের কাছে অবদান রেখেছেন এমন মান্যবর ব্যক্তিত্বগণ প্রত্যেক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। জীবনভর সমাজের সেবা, জ্ঞানের সাধনা ও গণমানুষের শ্রদ্ধার আসনে থেকে যারা জীবন সায়াহ্নে উপনীত সীরাতুন্নবী মাহফিলের সম্মানজনক সভাপতির আসন যেন তাদের প্রতি অলিখিত এক সম্মাননা।

মাহফিলে অংশগ্রহণকারী শিশুকিশোর নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মহিলাদের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে দুবেলা খাবারের আয়োজন করা হয়। রাসূলে পাক (সা) এর মহব্বতের দাবিতে মেহমানদারী আয়োজনে অংশগ্রহণকারী ও আতিথেয়তা গ্রহণকারী উভয়ে মনে করে মাহফিলের তাবারুকের মধ্যে দৈহিক ও আত্মিক নিরাময়ের উপাদান আছে। দীর্ঘ ১৯ দিনের মেহমানদারী, বক্তাদের মোটা অঙ্কে সম্মানীসহ বিপুল খরচের যোগান হয় সর্বসাধারণের দান ও অংশগ্রহণে। শেষ দিনের মাহফিল সারা রাত ধরে চলে এবং আখেরী মোনাজাতের পরপর ফজরের জামাতের মাধমে মাহফিলের সমাপ্তি হয়। স্থানীয় জনসাধারণ, চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ এবং এলাকার তরুণরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে মাহফিলের সার্বিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পেরে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মাহফিলের আলোচ্য বিষয়গুলোর মূল প্রতিপাদ্য হল, আল্লাহর রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আর তার পবিত্র জীবন ও সুন্নাত অনুসরণের তাগাদা। আমাদের সমাজে একটি শ্রেণী নবীজির ভালোবাসার দাবিতে এমন আত্মাহারা হয়ে যান যে, নবীজির আদর্শ অনুসরণের কথা তারা বেমালুম ভুলে যান। আরেকটি শ্রেণী নবী জীবনের আদর্শের দোহাই দেয় বটে, নবীজির প্রতি ভালোবাসার আলাদা অস্তিত্ব তারা স্বীকার করে না। এ ক্ষেত্রে চুনতির সীরাতুন্নবী দেশ ও জাতির জন্য একটি আলোকবর্তিকা। এখানে একদিকে নবী জীবনের আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা এবং তার কর্মপন্থা সমাজের সামনে তুলে ধরা

হয়, অপরদিকে আল্লাহর পেয়ারা হাবিবের মহব্বতে জীবনকে রঙিন করার প্রেরণায় উজ্জীবিত করা হয়। এই মাহফিলের সমস্ত কাজ আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসায় কীভাবে নিবেদিত তা উপলব্ধির জন্য মাহফিলের প্রতিষ্ঠাতার মজযুব থাকাকালীন সমুচ্চারিত একটি বাক্য বিবেচনা করাই যথেষ্ট হবে।

মওলানা হাফেয আহমদ (রা) ১৯০৭ সালে চুনতি গ্রামেই তার জন্ম। লেখাপড়া করেন চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাসায়। তারপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায়। দেশে ফিরে পৈত্রিক জমিদারী দেখাশোনার জন্য তখনকার বার্মার আকিয়াব চলে যান। সেখানে স্থানীয় শাহী জামে মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন। কথিত আছে, ইমামতিতে থাকা অবস্থায় এক শবে কদরের রাতে তিনি আধ্যাত্মিক নেয়ামত লাভ করেন। তারপর থেকে ইমামতি ত্যাগ করেন এবং স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেলেন। দীর্ঘ ৩৭ বছর তিনি বনে জঙ্গলে লোকালয়ে পাগল বেশে ঘুরতেন। তখন একটি উর্দু নাতের প্রথম কলি আওড়াতেন। 'হাম মাজারে মুহাম্মদ পে মর জা'য়েঙ্গে/ জিন্দেগী মে য়্যহী কাম কর জায়েঙ্গে।' "আমি মুহাম্মদ (সা) এর রওজার উপর প্রাণ ত্যাগ করব, এই দুনিয়াতে এ কাজটিই আমি করে যাব।" সুদীর্ঘ মত্ততার দিনগুলোতে একটি উর্দু গজলের এই প্রথম কলিটিই ছিল তার সার্বক্ষণিক জপনা।

স্বাধীনতার পরপর ৩৭ বছরের আত্মহারা মত্ততার জীবন শেষে তিনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। এরপরই ১৯দিনব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা) প্রতিষ্ঠা করেন এবং চুনতি মাদ্রাসাকে কামিল হাদীসে উন্নীত করেন। সীরাতুন্নবী (সা) এর বিষয়সূচী বিন্যাসে তাকে সর্বাত্মক সাহায্য করেন আলেম কুল শিরোমনি চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার নাযেমে আলা মওলানা ফযলুল্লাহ (র)। বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হল, চুনতির শাহ হাফেয আহমদ (র) কখনো স্বাভাবিক মানুষের মতো কথাবার্তা বলতেন না। সবসময় আপন ভুবনে থাকতেন। মুখে কুরআনের আয়াত আওড়াতেন বা অতীতের বুযুর্গদের স্মৃতিচারণ করতেন অনেকটা দুর্বোধ্য ভাষায়।

১৯ দিনব্যাপী সীরাতুন্নবী মাহফিলে কখনো মাইকে একটি কথাও বলেননি, কোনো নামাযে ইমামতি করেননি। এমনকি শেষ মোনাজাতও তিনি পরিচালনা করেননি। কাউকে মুরীদ করাননি। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো খলিফাও রেখে যাননি। কোনো কিতাবপত্রও লিখে যাননি। পৈত্রিক সম্পদের অতিরিক্ত কোনো সম্পদও রেখে যাননি। এ অবস্থায় ১৯৮৩ সালের ২৯ নভেম্বর সর্বস্তরের সব মানুষের হৃদয়ের এই মানিক আপন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হল, তার ইন্তেকালের পর এত বছর ধরে এই মাহফিলের কার্যক্রম বিরতিহীনভাবে চলছে। পূর্বের তুলনায় এর জৌলুস আর আবেদনও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। জীবনের শুরুতে এই মাহফিলের নগণ্য কর্মী হওয়ার মধুময় স্মৃতিতে আমার হৃদয় এখনো আপ্লুত।